জীবননগরের মাধবপুরে বসত বাড়িতে আগুন

জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে শত্রুতা মূলক ভাবে এক অসহায় ব্যক্তির বসত বাড়িতে আগুন দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে ।

জানাযায় , হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের মৃত রব্বানী মন্ডলের ছেলে মুক্তার আলী একই গ্রামে বসবাসকারী মৃত তৈয়ব আলীর কাছ থেকে আর .এস খতিয়ানের ৬৪৪ নং দাগে ৯ শতক এবং ১৪৮৪ দাগে ২ শতক মোট ১১ শতক জমি ক্রয় করেন ।

ক্রয় সূত্রে মুক্তার আলী তৈয়ব আলীর কাছ থেকে ১১/৮/১৯৮৪ সালে রিজিষ্ট্রি করেন যার দলিল নং ৮৩৮ রিজিষ্ট্রির পর থেকে জমিটি মুক্তার আলীর দখলেই ছিল। সম্প্রতি তৈয়ব আলীর ছেলেরা এসে ঐ জমির ফের মালিকানা দাবি করলে সমস্যা সৃষ্টি হয় ।

বিষয়টি নিয়ে মুক্তার আলীর ছেলে নুর-মুহাম্মদের সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আজ তেকে ২৫ বছর আগে আমার পিতা মুক্তার আলী আমাদের গ্রামের তৈয়ব আলীর কাছ ১১ শতক জমি ক্রয় করেন । সেই থেকে জমিটি আমাদের দখলেই আছে কিন্তু জমিটি সেই সময় খারিজ না করাই সম্প্রতি সময়ে গত বছর খারিজ করতে গেলে তৈয়ব আলীর ছেলে দুদু, সবুজ এবং সুজন আমাদের সাথে ঝামেলা সৃষ্টি করেন এবং জমিটি তার জোর পূর্বক দখল করে নিতে চান ।

বর্তমানে সেই জমিতে আমাদের বসতবাড়ী কিন্তুু হঠাৎ একদিন তৈয়ব আলীর ছেলে দুদু, সুজন, এবং সবুজ আমাদের বসবাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেন এ সময় আমরা বাধা সৃষ্টি করলে দুদু, সুজন এবং সবুজ আমাকে এবং আমার বৃদ্ধ পিতা মুক্তার আলী সহ আমার ছেলে আশান এবং হাচানকে মেরে রক্তাক্ত করেন। এ সময় পাড়া প্রতিবেশিরা এসে আমাদের কে উদ্ধার করে জীবননগর সাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে জান ।

পরে কোন উপায় না পেয়ে আমাদের জীবনের ঝুকি থাকাই জীবননগর থানাই উপরোক্ত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্তদের সাথে কথা বললে তারা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন । বর্তমানে এই পরিস্থিতি ঐ গ্রামের সকলেই আতংকের মধ্যেই আছে, না জানি কখোন কার কি হয় ।

জীবননগরে স্কুল ছাত্রীসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে পূর্বশত্রুতার জের ধরে বসত বাড়িতে হামলা এবং স্কুল ছাত্রীসহ দুইজনকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। গত রবিবার রাতে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের হরিপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে ।

আহতরা হলে হরিপুর গ্রামের কিনার উদ্দিনের ছেলে রতন (২২) , কিনার উদ্দিনের মেয়ে ৯ম শ্রেনির ছাত্রী রত্না খাতুন (১৫)।

আহত রতন হোসেন অভিযোগ করে বলেন, পাশের বাড়ির আয়ুব আলীর ছেলে জালালের বাড়ির সমস্ত ময়লা আবর্জনা আমাদের বাড়ির মধ্যে ফেলে, আমি তাদের নিষেধ করলে জালাল তার ভাই দুলাল ও সালাল, লাটি ও দেশীয় হাসুয়া নিয় আমাদের বাড়িতে এসে টিনের ঘরে কোপ মারে এবং আমাকে মারধর করে।

এ সময় আমার বোন ঠেকাতে এলে তাকেও মারধর করে। এক পর্যায়ে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে জালাল উদ্দিন বলেন, আমি কাউকে মারধর করিনি, আমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা । বরং তারা আমাদের উপর হামলা করেছে।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, হরিপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে উভয় পক্ষ থানায় অভিযোগ করেছে, ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে পুকুরে ডুবে মাদরাসা শিক্ষার্থীর মৃত্যু

জীবননগরে পুকুরের পানিতে ডুবে এক মাদরাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টার সময় জীবননগর পৌর সভার ৩নং ওর্য়াড রাজনগর পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাদরাসা ছাত্র রাজনগর পাড়ার আঃ জলিলের ছেলে আব্দুল্লাহ (০৯। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতি দিনের ন্যায় গতকাল দুপুরে বন্ধুদের সাথে খেলা করছিল, এ সময় বাড়ির পাশে একটি পুকুরের মধ্যে পড়ে যায়।

বন্ধুরা চিৎকার করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে পানির মধ্যে থেকে গুরুত্বর আহত অবস্থায় মাদরাসা ছাত্র আব্দুল্লাহকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েের নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েরের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পার্থ সারতিপাল বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া বাচ্ছাটি হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, যেহেতু বাচ্ছাটি পানিতে ডুবে মারা গেছে সে কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

এদিকে সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মাদরাসা ছাত্র আব্দুল্লাহর পরিবার ।

হাসাদাহে পানি নিষ্কাশনের

ব্যবস্থা না থাকায় ১০০ পরিবার পানিবন্দী

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজার থেকে মহেশপুর সড়কের ড্রেনটি বেশ কিছুদিন যাবত নষ্ট হয়ে রয়েছে। এতে ১০০ পরিবার দীর্ঘদিন যাবত জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে রয়েছেন।

বর্ষার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় মহল্লাহবাসী পরিবার-পরিজন ও গরু, ছাগল, মুরগী-পাখি নিয়ে পড়েছে মহা বিপদে। একটি মাত্র ড্রেন দীর্ঘদিন যাবত অচল অবস্থায় রয়েছে, ফলে পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে সকলের অভিযোগ।

আর এই পানি বন্দীর কারণে মহল্লায় বসবাসকারী অনেকের শরীরে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে ঐ মহল্লাবাসী অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে।

বিষয়টি নিয়ে মহল্লাবাসীর আহছান খন্দকার, আবু জাফর, মশিয়ার রহমানসহ অনেকে অভিযোগ করে বলেন যে, আমাদের হাসাদাহ বাজার থেকে মহেশপুর সড়কে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছিল।

কিছুদিন ড্রেনটি সচল থাকলেও কিছু অসাধু ব্যক্তির নিজেদের স্বার্থে সামনের অংশের ড্রেনের উপরে ময়লা আর্বজনা, ইট, বালি দিয়ে ড্রেনটি বন্ধ করে রেখেছে। ফলে ড্রেনটির পানি চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে রয়েছে। এতে আমাদের বাড়ির উঠোনে এক হাটু পানি রয়েছে। এ্ই সমস্যাটি দীর্ঘদিন যাবত অল্প একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। কারণ পানি বের হবার মত তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

হাসাদাহ ইউনিয়ের ৬নং ওয়ার্ডের মেম্বর কবির আহম্মদ বলেন, আমার বাড়ী ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। একবার বাড়ী থেকে বের হলে আর বাড়ীতে যেতে মন চায় না। ড্রেনের সমস্যাটি নিয়ে অনেকের সাথে কথা বলেছি, দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।

এ বিষয়টি নিয়ে জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমি জেনেছি এবং পরির্দশনে মহল্লাবাসীর সাথে কথা বলেছি। তাদের এ সমস্যাটি দ্রুত সমাধান করবেন বলে সাংবাদিকদের

জানান তিনি।

জীবননগর কালা গ্রামে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে

জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের কালা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় কালভার্ট থাকলেও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছিয়েছে। হালকা কিংবা মাঝারি বৃষ্ট হলেই কালা গ্রামের ৩০ টি পরিবারকে পানি বন্দী অবস্থায় জীবন-যাপন করতে হয়।

এদিকে পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হলেও পানি সেখান দিয়ে বের হবার তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় ওই মহল্লার সাধারণ মানুষ পানিবন্ধী হয়ে জীবন-যাপন করছে । এমন কি বাড়িতে পানি জমে থাকায় গৃহপালিত পশুপাখিদের নিয়ে পড়তে হচ্ছে চরম বিপদে ।

এদিকে কালা গ্রামের সাধারণ মানুষ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিকট একটি লিখত অভিযোগ দিয়েছেন।

ভুক্তোভোগী সামসুল আলম, মাবুদ, সিরাজুল ইসলামসহ একাধীক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, আমাদের গ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য সরকারি ভাবে যে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এ জন্য আমরা অনেক খুশি কিন্তু যেখানে কালভার্ট স্থাপন করা হয়েছে তার সামনে একটি পুকুর থাকায় কালভার্টের উপরের অংশ মাটি দিয়ে উচু করে দেওয়া হয়েছে ,যার ফলে পানি যেতে না পারায় আমাদের বাড়ির মধ্যে পানি জমে আছে ফলে আমাদের চলাচল করতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে ।

মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৫নং ওর্য়াড মেম্বর ইদবারী বলেন, কালা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় বেশ কিছু পরিবার পানি বন্ধী অবস্থায় রয়েছে এটা আমি জানি, ওই খানে একটি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে পানি নিষ্কাশনের জন্য কিন্তু ওই পাড়ার কয়েক জন্য ব্যক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য কালভার্টের মুখে মাটি দিয়ে উচু করে রাখায়

পানি বের হতে না পারায় এ সমস্যা হচ্ছে। আমি বিষয়টি চেয়ারম্যানকে জানাবো আশা করি এর সমাধান হয়ে যাবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন, কালা গ্রামে কয়েকটি পরিবার পানি বন্ধী আছে এমন একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যানকে বলে দিয়েছে।

জীবননগরে সম্ভাব্য প্রার্থীরা ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে

নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে জীবননগর পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চায়ের দোকান কিংবা হাট বাজারে সব স্থানেই নির্বাচন নিয়ে চলছে আলোচনার ঝড়। আর মাত্র কয়েক মাস পরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জীবননগর পৌর সভার নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামীলীগের তিন জন এবং বিএনপির একজন সম্ভব্য মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়িতে যেয়ে ঘরোয়া পরিবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী বিভিন্ন প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

এখন দেখার পালা কে হচ্ছেন আগামি দিনে জীবননগর পৌর পিতা বর্তমান মেয়র হিসাবে যিনি আছেন তিনি নাকি নতুনদের মধ্যে কেউ ? তবে সাধারন ভোটারদের অভিযোগ ভোট নেওয়ার সময় প্রার্থীরা পৌর সভায় উন্নয়ন মুলক কাজের আশ্বাস দিলেও নির্বাচনের পর আর কেউ সে কথা মনে রাখে না এ জন্য এবার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিষয়টি সবাই গুরুত্ব সহকারে এবং প্রাথী দেখের্ ভেবে চিন্তে দেওয়ার কথা ভাবছেন।

এদিকে সম্ভব্য প্রার্থীরা বলছেন পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করলে পৌর মেয়র নয় পৌরবাসীর সেবক হিসাবে কাজ করবো,অসাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করা হবে,সাধারন মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়াসহ নানা ধরনের উনয়ন্নমুলক কাজ করার আশ্বাস প্রদান করছেন ।

জীবননগর পৌর সভার নির্বাচনে সম্ভব্য প্রার্থীরা হলেন জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি গত বার পৌর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রতিক নৌকার নির্বাচনে পরাজিত ব্যাক্তি নাসির উদ্দিন,জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক ও ৭নং ওর্য়াডের তিনবার নির্বাচিত সাবেক পৌর কাউন্সিলার রফিকুল ইসলাম এবং জীবননগর পৌর যুব দলের আহবায়ক ও ৮নং ওর্য়াডের দুইবার নির্বাচিত কাউন্সিলার হযরত আলী। জীবননগর পৌরসভাটি ১৯৯৭ সালে ৯টি ওর্য়াড নিয়ে গঠিত হয় ।

জীবননগর পৌর সভার বর্তমান মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেন, গত নির্বাচনে পৌরবাসী আমাকে ব্যাপক ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। নির্বাচনের সময় আমি সাধারন মানুষের যে সমস্থ প্রতিশ্রতি দিয়েছিলাম তা প্রায় সবই করেছি । আর যতটুকু বাকি আছে তা বর্তমান চলমান আছে । তা ছাড়া আমি পৌর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে নতুন ভাবে পৌর ভবন নির্বান,পৌরবাসীর নিরাপদ পানির ব্যবস্থা,রাস্থাঘাট নির্মানসহ নানা ধরনের উন্নয়মুলক কাজ করেছে ।

আশা করি আমি আগামি নির্বাচনে ও বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবো । এবং বিগত সময়ে যে ভাবে জীবননগর পৌরবাসীর সাথে ছিলাম এবং আগামি দিনগুলোও থাকবো । জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি নাসির উদ্দিন বলেন,গতবার নির্বাচনে আমি দলীয় প্রতিক নিয়ে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছিলাম এবারও আশা আছে পৌর নির্বাচন করবো যদি দলীয় ভাবে নমিনেশন পাই তা হলে নির্বাচন করবো ।

জীবননগর পৌর সভার সাবেক পৌর কাউন্সিলার ও আওয়ামীলীগ নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন,আমি দির্ঘ দিন যাবৎ সাধারন মানুষকে সেবা করে আসছি একাধারে তিনবার কাউন্সিলার হিসাবে বিজয় লাভ করেছি ।

মেয়র হিসাবে নির্বাচন করার জন্য ব্যাপক হারে সাড়া পেয়েছি সকলের দাবি আমি যেন এবার মেয়র পদে নির্বাচন করি ।সাধারন ভোটারদের নিয়েই আমি কাজ করি তাদের কথা আমাকে শুনতেই হবে ।

তা ছাড়া দলীয় ভাবে নমিনেশনের জন্য আমি আবেদন করবো দেওয়া না দেওয়া দলীয় ব্যাপার ।আমি যদি আগামি পৌর নির্বাচনে মেয়র হিসাবে নির্বাচিত হতে পারি তা হলে আমার প্রথম কাজ হবে পৌরসভায় পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা,রাস্তাঘাটা ও ড্রেন নির্মান করা পাশাপাশি অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে থাকা এবং পৌরবাসীকে সঠিক

ভাবে সেবা দেওয়া । পৌরবাসীই সব কিছুর মালিক আমি শুধু তাদের সেবক হিসাবে কাজ করতে চাই ।

জীবননগর পৌর যুবদলের আহবায়ক ও বিএনপির সম্ভব্য দলীয় মনোনয়ন প্রার্থী এবং বর্তমান ৮নং ওর্য়াড কাউন্সিলার হযরত আলী বলেন,আমি দুই বার পৌর কাউন্সিলার হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি। এবার আমি জীবননগর পৌর সভার মেয়র হিসাবে নির্বাচন করতে চাই ইতোমধ্যেই আমি পৌরসভার ৯টি ওয়াডেই নির্বাচনী আলোচনা করছি তাতে ভোটারদের অনেক সাড়া পেয়েছি। আমি নির্বাচনে নির্বাচিত হলে পৌরবাসীকে সঠিক ভাবে পৌর সেবা নিশ্চিত করবো ।

পৌর সভার মধ্যে যে সমস্থ সমস্যা আছে সেগুলো সমাধান করা হবে । পৌর সভায় যে সমস্থ অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলো সমাপ্ত করা হবে । এদিকে নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে ভোটারদের কদরটাও বেড়ে চলেছে ।

জীবননগরে তিন দিনের সরকারি ছুটির দাবীতে হিন্দু মহা জোটের মানববন্ধন

শারদীয় দূর্গাৎসবে তিন দিনের সরকারি ছুটির দাবীতে মানববন্ধন হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টায় বাসস্ট্যাণ্ড বঙ্গবন্ধু মুক্তমঞ্চের সামনে মানববন্ধন করেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট।

উপজেলা বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি শ্রী অনন্ত হালদারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মহাজোটের সাধারণ সম্পাদক ডা: প্রশান্ত কুমার পুরোহিত, সহ-সম্পাদক শ্রী আনান্দ কর্মকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী অশিত কর্মকার, শ্রী অনন্ত দাস, শ্রী সত্যন দাস, শ্রী সবুজ দাস, শ্রী নিখিল দাস, শ্রী উজ্জ্বল দাস সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গাৎসব। ৫দিন ব্যাপী ধর্মীয় অনুষ্ঠানটিতে এক দিনের সরকারী ছুটি থাকায় পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে পূজা উদযাপন সম্ভব হয়না। যার কারণে তিন দিনের সরকারি ছুটির দাবী জানান বক্তারা।

জীবননগরে কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের ১ দিনের কর্মশালা

জীবননগরে ইউনিয়নের ওর্য়াড পর্যায়ে কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও এ্যাডভোকেসি বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে ১ দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত এক দিন ব্যাপী ওর্য়াড পর্যায়ে কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও এ্যাডভোকেসি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি ও উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, উথলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি আব্দুল মান্নান পিল্টু ।

এছাড়াও কমিউনিটি গ্রুপের সভাপতি মফিুজুল ইসলাম, ইউনুস আলী, নিজামুল হক, নজরুল ইসলাম, লাভলী খাতুন ও আরিফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সেশন পরিচালনা করেন লোমর্চোর প্রকল্প সমন্বয়কারী আব্দুল আলীম সজল। উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন প্রকল্প কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান আকাশ।

জীবননগরে বাঁশের সাঁকো নির্মানের উদ্বোধন

জীবননগরে সেচ্ছা শ্রমে মিত্রতা বাঁশের সাঁকো নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর এর আয়োজনে জীবননগর পৌর শহরের ৭নং ওর্য়াড দত্তনগর রোডে স্বেচ্ছা শ্রমে মিত্রতা নামের বাঁশের সাঁকো নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়।

ইয়ুথ এ্যাসেম্বলী জীবননগর শাখার সভাপতি মিথুন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সাঁকো নির্মান কাজের উদ্ভোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন,জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন,মাই টিভির সিনিয়ার রিপোর্টার এস কে লিটন,

জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফেরদৌস ওয়াহিদ,জীবননগর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আসমা আক্তার,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ,সমন্বয়কারী মুকুল হোসেন,আঃ সালাম,আশরাফুল ইসলাম,আশাদুজ্জামান লিটন,ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর এর সদস্য লাবনী,তুহিন,সাদিয়া,নিশান,রমজান,সম্রাট,শিলা,ওমর,জাহিদ,মুসা,স্বর্ণা প্রমুখ।

জীবননগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের

সাথে ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের মতবিনিময়

জীবননগরে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালকের সাথে ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্যদের মতবিনিময় ও আলেচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় জীবননগর হ্ইাস্কুল পাড়ার ওয়েভ ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যলয়ে এ মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি মিথুন মাহমুদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, সমন্বয়কারী কিতাব হোসেন,মুকুল হোসেন, লোকমোর্চার সমন্বয়কারী সজল, প্রবীণকমিটির সমন্বয়কারী আশরাফুজ্জামান লিটনসহ ইয়ুথ এ্যাসেম্বলীর সদস্য লাবনী, তুহিন, ঐশ^র্য সাহা, শিলা, নিশান, রাজিব হোসেন, জাহিদ হোসেন, অন্তরা , সম্রাট প্রমুখ।